বিডিআর হত্যাকাণ্ডে জড়িত আ.লীগ, মূল সমন্বয়কারী তাপস: কমিশন



সংগৃহীত

২০০৯ সালের পিলখানা বিডিআর সদর দপ্তরের হত্যাকাণ্ড কোনো হঠাৎ বিদ্রোহ নয়, বরং পরিকল্পিত ও সমন্বিত ঘটনা—এমনটি জানিয়েছে জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশন। দীর্ঘ অনুসন্ধানে কমিশন দাবি করেছে, ঘটনাটিতে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের দলগত সম্পৃক্ততার শক্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং শেখ ফজলে নূর তাপসকে মূল সমন্বয়কারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ঢাকায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে কমিশনের প্রধান এ.এল.এম ফজলুর রহমান বলেন, পিলখানা হত্যাকাণ্ড ছিল পূর্বপরিকল্পিত নাশকতা, যার পেছনে দেশীয় রাজনৈতিক শক্তি এবং বহিঃশক্তি উভয়ের প্রভাব ছিল। কমিশন জানায়, ঘটনার দিন পিলখানার ভেতরে ঢোকা ২০–২৫ জনের একটি মিছিল বের হওয়ার সময় ২০০–রও বেশি সদস্যে পরিণত হয়, যা বিদ্রোহীদের প্রতি সংগঠিত রাজনৈতিক সহযোগিতার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

কমিশন আরও জানায়, ঘটনাটির সঙ্গে বহিঃশক্তির সংযোগেরও স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। তবে বিচারিক স্বার্থে বিদেশি পক্ষগুলোর পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। অতীত সরকারের সময় বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি নষ্ট কিংবা গোপন রাখা হয়েছিল বলেও অভিযোগ তুলে কমিশন। তাদের দাবি, এসব ধ্বংসসাধনের পরও যে প্রমাণ উদ্ধার করা গেছে তা ঘটনাটির পরিকল্পিত রূপ স্পষ্ট করে।

প্রতিবেদনে পিলখানা হত্যাকাণ্ডকে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করে নতুনভাবে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর সুপারিশ করা হয়েছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দলীয় নেতাকর্মী, সহযোগী ব্যক্তি ও বহিঃশক্তির সম্পৃক্ততা উদঘাটনে বিশেষায়িত তদন্ত টাস্কফোর্স গঠনের পরামর্শও দিয়েছে কমিশন।

২০০৯ সালের ২৫–২৬ ফেব্রুয়ারির এই বিদ্রোহে ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তা সহ মোট ৭৪ জন নিহত হন, যা দেশের সামরিক ইতিহাসে অভূতপূর্ব একটি ঘটনা। দীর্ঘদিন ধরে এই হত্যাকাণ্ডের পেছনের পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য এবং রাজনৈতিক মদদ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে আসছিল। নতুন তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনের মাধ্যমে সেই প্রশ্নগুলো আবারও নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে।